মহেন্দ্র গীতি

—ভূমিকা—

আমি আমার কৈশোরকাল থেকেই গান, কবিতা প্রীতি উপহার, ছোট গল্প, নক্সা ইত্যাদি রচনা করতাম। বই ছাপানোর পয়সা ছিল না। এবং তখন আগরতলায় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেস ছাড়া অন্য কোন বে-সরকারী প্রেসও ছিলনা। সেই রচনাগুলি হারিয়ে গেছে। বঙ্কিম চন্দ্রের "রাধারানী" গল্পটি নাট্যাকারে লিখে একদা অভিনয়ও করেছিলাম। সে পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়ে গেছে। গান লিখতাম আগরতলার হোলী উৎসবের জন্যে। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার সময় সে যুগে গান গেয়ে, মিছিল করে, চৌদোলায় মূর্ত্তি আনা হোত পূজামণ্ডপে। প্রতি বছর সরস্বতী বন্দনা গানও রচনা করতাম—রাগ রাগিনী মিশ্রিত সুর দিয়ে। সেগুলি আজ হাতে নেই। গানের আসর জলসা ইত্যাদির জন্যও গানের কবিতা লিখেছিলাম। তারপর মিটিং মিছিলে গাওয়ার জন্যেও জনসঙ্গীত লিখি।

ত্রিশ দশকে আগরতলার বুকে রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক যে সঙ্গীত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তা ত্রিপুরার গ্রামকে প্রভাবিত করেনি গ্রাম ত্রিপুরা তার আপন সঙ্গীত সংস্কৃতি নিয়েই আনন্দে মগ্ন ছিল।

আগরতলা শহরে তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুংরীর চর্চ্চা হোত। আকতারী বাই, সিদ্ধেশ্বরী বাই, কানিজবাই, বুলি বাই প্রভৃতির আগমন আর নৃত্যের তালে রাজপ্রাসাদ মুখরিত

আর ভারত বিখ্যাত কণ্ঠ ও বাদ্য যন্ত্রী উস্তাদদের গানে বাজনায় উজ্জয়ন্ত রাজ দরবার মন্দ্রিত হয়ে উঠতো। সেদিন ত্রিপুরার নিজস্ব পাহাড়ী নৃত্যগীত সংস্কৃতিকে রাজদরবারে কেউ স্থান দেয়নি।

চল্লিশ দশকে আমি আমি আমার শিল্পী জীবনকে ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতি উদ্ধার ও প্রাকৃতিক জন সমাজে পরিচিত করার কাজে নিয়োজিত করি। বাংলা হিন্দিতে যদি গান হতে পারে তবে ত্রিপুরী ভাষায় গান লেখা যাবে না কেন? গান লিখলাম। সে গান আজ ত্রিপুরী জনতার সম্পত্তি। আমার কাছে সে গানগুলি নেই।

১৯৬৭ সনে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর লোকগীতি লিখতে আরম্ভ করি। অবশ্য ত্রিপুরী প্রোগ্রাম যখন থেকে আকাশবাণী আসাম কেন্দ্র থেকে চালু হয়, তখন থেকেই আমার রচিত গান সুর গীত হয়ে আসছে—আজও হয়। আসাম কেন্দ্র থেকে আমার রচিত প্রথম ত্রিপুরী গান গায় শ্রীমতী সেবিকা পাল (বসু) শ্রীমতী মধুছন্দা শূর। শ্রীমতী পথিকা দেববর্মা প্রভৃতি কয়েকজন আগরতলার শিল্পীগণ।

ত্রিপুরী প্রোগ্রাম আসাম থেকে কলিকাতা কেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্রী কিরণ কুমার দেববর্মা, [illegible] দেববর্মা, শ্রীমতী পথিকা দেববর্মা প্রভৃতি সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠে আমার রচিত ও সুর সংযোজিত গান বহু দিন গীত হয়েছে।

আগরতলা কেন্দ্রে লোকগীতি ও ত্রিপুরী প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর আমার স্নেহের কন্যা সঙ্গীত প্রভাকর ও ভাবসঙ্গীত বিশারদ শ্রীমতী পথিকা দেববর্মা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কণ্ঠ-

শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তখন থেকে সে আমার রচিত লোক-গীতি ও ত্রিপুরীগীতি গাইছে। অন্যান্য আরো কিছু শিল্পী আছেন য়ারা আমার গান রেডিওতে গেয়ে থাকেন।

"সঙ্গীত ভারতী" গানের স্কুল প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ শ্রীরবি নাগের প্রকাশিত **নাদছন্দা** সংকলনে আমার রচিত কয়েকটি গানে স্বরলিপি আছে। স্বরলিপি শ্রী রবি নাগই [illegible]।

আমার জীবনে কাব্য সাহিত্য লিখার সাধনায় বাংলা ভাষা অভিধান নিয়ে ঘষা মাজা করলে হয়তো একজন ভদ্র কবি সাহিত্যিক হতে পারতাম। সে লাইনে গেলামনা। আমি ভালবেসেছি লোক সংস্কৃতিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোক সংস্কৃতিই দেশের মূল সংস্কৃতি। লোকগীতি লোক কবিতা লোক সাহিত্য লিখে গেলাম। আমার জীবন জিজ্ঞাসা—কার জন্যে লিখবো? দেশের গ্রাম গঞ্জে ৭৫ শতাংশ লোক যে সাস্কৃতিকে আপন সংস্কৃতি মনে করেন সেইতো লোক সংস্কৃতি। তাদের বোধগম্য গ্রহণযোগ্য ভাষায় গল্প কবিতা সঙ্গীত রচনাকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলাম। ঐ ৭৫ শতাংশ লোকের গ্রহণ ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে সরল সহজ কথায় সুরে গান লিখে গেলাম। যে গান লক্ষ লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয় সে গানইত সত্যিকারের। এটা আমার বিশ্বাস।

ত্রিপুরী ভাষা আমার মাতৃভাষা। ত্রিপুরী স্বভাব কবিরা ভিন্ন অন্য কেউ কবিতা রচনা করেননি ত্রিপুরী ভাষায়। ঐ লিরিক (Lyric)গুলি অলিখিত অবস্থায় ছিল। সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছি এবং ত্রিপুরী ভাষায় গণমুক্তির গান আমিই প্রথম লিখেছি। বিলুপ্তিমুখীন ত্রিপুরী বা জুমিয়া ভাষা সংস্কৃতিকে পুনরোজ্জীবিত করার কাজে আমার জীবন যৌবন বয়স প্রতিভা

কণ্ঠ সুর ব্যয় করে গেলাম।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কিছু প্রতিরোধের গানও লিখেছিলাম। আগরতলার শিল্পী সাংস্কৃতিক বৃন্দ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এ গানগুলি গেয়েছিলেন।

ত্রিপুরী প্রাচীন কবিদের ভাব ভাষা সুর বাংলা গানে সংযোজন এবং বাংলা গণসঙ্গীতের সুর ত্রিপুরী গানে সংযোজনের প্রচেষ্টা চালাই। উভয় ভাষায় ভাব কথা সুর দেয়া নেয়া অর্থাৎ সঙ্গীতে সংহতি আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। হয়তো আমার জীবনের প্রচেষ্টা ও সাধনা ভবিষ্যতে কারো অনুকরণ যোগ্য মনে হতে পারে এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে; সে আশায় বইখানা রেখে গেলাম। গানগুলি গায়ক গায়িকাদের আদর পেলে তবেই আমার সব চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

আমার কিছু গুণমুগ্ধ ও শুভাকাঙ্খীদের একান্ত আগ্রহ আমার রচিত ও সুর সংযোজিত গানগুলিকে "মহেন্দ্র গীতি" নামে প্রকাশ করার দুঃসাহস যোগিয়েছে।

—মহেন্দ্র দেববর্মা

মহেন্দ্র গীতি

⚜ রাগ প্রধান সুরে

কোটি মানবের শ্রমের প্রতীক
তুমি হে তাজ মহল।
মোঘল আমলের স্থাপতি শিল্পের
তুমি যে চিহ্ন উজ্জল।
প্রিয়ারে ভুলাতে প্রেমের নামে,
তোমারে ইশাদি প্রেমীরা মনে,
কত শাজাহনের বিরহাভিনয়ে
আঁখি করে ছল ছল।
মানুষের হাতে রূপায়িত তুমি
ওগো পাষান বেদিকা.
খেয়ালী মনের কোনরূপ তুমি
পরিচয় জানে কেবা ?
অলস কল্পনার আলপনা আঁকি,
তোমার স্বরূপ দিয়াছে গো ঢাকি.
ভাবের মানুষ ফানুসেরা যত
বাদশা-দাস-পাগল ॥

⚜ রাগ—বাহার : তাল ছপকি

হোলি খেলত রাধা-কৃষ্ণ মুরারী।
আবিরে ডগমগ সব গোপনারী ॥
রঙে রঙে রাঙিল আজু ব্রজপুরী।
চুয়া চন্দনে, হরষিত মনে
অগুর গুলাল সনে
লিয়ে রংঝারী।
সব সখি মারত পিচকারী ॥

⚘ রাগ-কাফি : তাল ছ্‌পকি

হোলি খেলত আজু ব্রজ গোপা বালা
ভাগি ভাগি যাওয়ত নন্দলালা॥
চুঁয়া চন্দন ভরি মারত পিচকারী
ধরল ঘেরি কানু সব গোপবালা॥
ঝুলত রাধা কানু-আবিরে রাঙাতনু
উড়াওত আবির সব গোপবালা॥
লালভেল কানন উনমত ফাগুণ
আউল বসন্ত লয়ে হোলিখেলা॥

★ লোকগীতির সুরে

কাল ভ্রমরারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্
আর করিস না।
আমি যে আবলা ফুল
আর সইত্তাম পাবি না॥
দারুণ রউদের জ্বালা
পরাণ অইল ঝালাপালা
শুকাইন্যা ফুলের বুকে তুই
আর মধু টুকাইস না॥
ফুলে ফুলে মধু খাইয়া
বেড়াস ভোমরা মজা লুইট্যারে
বাসী ফুলের প্রাণের দুঃখ
তুইত বুঝিস না॥
কত ফুলে ফুল হারাইল
কত ফুলে কালি দিলিরে
মানা করি নিলাজ ভমরা
(আর) গুন্ গুন্ করিস না॥

⚜ হিন্দি কাওয়ালী

[দেখো দেখো জালিম সাজন
শের :— শুনো শুনো কুয়েলকি পুকার
জগমে ফাগুন আইই হ্যায়।]
বাহারো ছাইই জগমে
ফাগুয়া আইই জগমে
ফাগু খেলনে আউ সুহানী রাতমে॥
[ফুলকি মৌসম কুয়েল কি গানা
শের :— তু কাঁহা পরদেশি মেরি বালম
ইয়ে ফাগুণ কি রাত মে ॥]
বাহারো · ······
[তারো ভরি রাত প্রিতম
আঁখো ভরি নিদিয়া
শের :— কব তক্ বৈঠি রহু কাহো বালম
তেরে ইন্তেজারমে ॥]
বাহারো·········

★ (বিজয়া) লোকগীতির সুরে

নবমী রাইত পোহাইল মা যাবে চলিয়া
সন্তানেরা আকুল হইল কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া
তোমারে প্রণাম করি মাগো ভগবতী
না যাইও না যাইও মাগো করিয়ে মিনতি
থাইকা যাও মা আর কয়েকদিন সন্তানে লইয়া
প্রণাম জানাই স্বরসতী কার্ত্তিক আর গণেশে
থাকো থাকো লক্ষী মাগো আমাদেরি সাথে
দেওনা সকলে মিলে ভোলারে ফিরাইয়া।

মন শিক্ষা

★ লোকগীতির সুরে

প্রভাতে উঠিয়া সূর্য্যদেবে প্রণামিয়া
হরেকৃষ্ণ নাম গান গাওরে ॥
সমনকে এড়াইতে ভবসিন্ধু তড়িতে
নাম বিনে গতি আর নাইরে ॥
হরি হরি বলে, মন প্রাণ সঁপিয়ে
সদা কেন তারে ডাকনা
ভাবে বিভোর হয়ে নয়নের জলে
রাঙা চরণ ধুইয়ে দেওনাবে ॥
রিপুকে দমন কর কৃষ্ণনাম জপ কর
মায়া মুক্ত হবিবে সংসারে
শ্রীহরি চরণ ধরি এ দেহ পিনজর ছাড়ি
আনন্দ ধামে মন যাওনারে ॥

⚜ হিন্দি গীত

ইয়ে রাত সুহানী হ্যায়
পাপীহা বুলি হ্যায়
(দেখ) আয়ই খুসিকি রাত।
ডাল ডালপে ভবরা গুঞ্জে
দেখ, আইই মদভরি রাত।
আও সজনী নাচো গাঁউ
আইই মদভরি রাত।
(কহো) দিলমে কিয়া কিয়া রাত।
তেরি দিলমে কিয়া কিয়া বাত ॥

মহেন্দ্র গীতি

রাধা বিচ্ছেদ :

★ লোকগীতির সুরে

ওরে ভ্রমররে,

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া

ভ্রমর কইও গিয়া।

কইও কইও কইও ভ্রমর বন্দের পানে চাইয়া

অভাগিনী রাধা মরে

তোমায় হারা হইয়া রে ॥

ভ্রমর কইও গিয়া।

সাজাইয়া ফুলের শয্যা

শয্যা হইল বাসী

সেই বাসী শয্যা লইয়া আমি

জলে দেই ভাসাইয়া।

ভ্রমর কইও গিয়া।

না খাই অন্ন-না খাই পানি

নাহি বান্দি কেশ

একেলা মন্দিরে থাকি

পাগলিনী বেশ রে ॥

ভ্রমর কইও গিয়া।

আগে যদি জানতামরে ভ্রমর

যাইবেরে চলিয়া

(তার) দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম

মাথার কেশ দিয়ারে

ভ্রমর কইও গিয়া।

মুরসিদি

★ লোকগীতির সুরে

মুরসিদে করিব মুসকিল পাব।
এন্তেকাল বদলাইয়া দেয় সে
বুঝিস গুণাগার ॥
লখিন্দর মইরা গেল
কাল নাগিনীর বিষে
মরা মানুষ জিন্দা হইল
কিবা চমৎকার ॥
আজকের আমীর, কালকে ফকির হয় রে
ফন্দি ফিকির কত আছে
তার লীলা বুঝা ভার ॥
শুকনা ডালে ফুল ফুটে- ফল ধরে রে
মরা গাঙ্গে জোয়ার লাগে
মুরসিদের কারবার ॥

★ লোকগীতির সুরে

ত্রিপুরার পাহাড়ি গ্রাম ডাকে ইশারায়,
নবান্নে যাবি কে রে আয় ॥
নবান্নেরি ধুম পড়েছে ঘরে ঘরে আইজ।
শ্যামল গ্রামে গেলে বন্ধু বসাতে দিব পিড়া,
বিন্নি ধানের খই দিব, তাইচু ধানের চিড়া,
যাবি কে রে আয় ॥
পাহাড়ি ছরাতে বন্ধু বেশী নাই যে পানি,
ভিজা বালু অল্পজলে ভিজব চরণখানি,
অতিথ সেবা ঘরে ঘরে আপন পর যে নাই ॥
এই নবান্নে গায়ের মানুষ নিমন্ত্রণ জানায় ॥

★ লোকগীতির সুরে

যাইস না যমুনার জলে
ও প্রাণ সজনী
কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥
কথন বলে কালার বাঁশী
গৃহ ছাড়ি আয়
কথন বলে কালার বাঁশী
কুল ছাড়ি আয়।
কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥
বাঁশীতে মন নিয়াছে-বেধে রাখা দায়,
বাঁশীতে যমুনার জল
উজান বয়ে যায় ॥
কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥
কথন ডাকে কালার বাঁশী
যোগী ঋষি আয়
কথন কালার চিকন বাঁশী
প্রেমে মন ভরায়।
কালার বাঁশীর বড় জ্বালা ॥

★ লোকগীতির সুরে

শ্রীকৃষ্ণ আইলনা বলি, মান কইরাছে রাই
আইব কইয়া নিশি জাগে বিনোদিনী রাই ॥
জ্বালাইয়া মোমের বাতি, সখি লইয়া জাগে রাতি গো
মন দুঃখে আকুল হইল বিনোদিনী রাই ॥
কালিয়ার মুখ দেখব না আর বৃন্দা সখি বান্ধগো দোয়ার
মোর কুঞ্জেতে আইতে যেন, না পারে কানাই ॥

★ লোকগীতির সুরে

ললিতা ললিতা গো
মন ভাঙ্গিলে মন মিশাবে
এমন আছে কয়জনা
(আমায়) বলে দে ঠিকানা।
সোনা ভাঙ্গলে সোনা মিশে
মন ভাঙ্গলে তো মন মিশেনা
মনে মন জোরাতে পারে
তারে একবার ডাক না?
পিরীত থাকলে তেতুল পাতায়
দুই জনাতে শুয়া যে যায়
বিচ্ছেদ হইলে মান পাতাতে
বসতে ও যে হয় না জাগা।
সোনা গলে সুহাগা দিলে
মন গলে কি সুহাগ দিলে
স্বর্ণ শিল্পী আছে অনেক
মন শিল্পী হয কয়জনা?

⚜ ত্রিপুরী উলি গান

বৃন্দাবন' উলি থুংগ রাধা কৃষ্ণ হরি
আবিল কাচাক ফুলজালায় রাধাকৃষ্ণহরি
অগুর চন্দন রং গুলিউই
সখি সখা পাল পাল ফায়াই
বুজালায়' পিচকারী রাধা কৃষ্ণ হরি ॥

❀ শিক্ষক দিবসের গান

নব ভারতের নব চেতনায়
(আমরা) জাগিয়ে দিয়ে যাই।
শিক্ষার বর্ত্তিকা লয়ে
(জ্ঞানের) দীপ জ্বেলে যাই।
জীবনের গানে গানে
কিশোরের প্রাণে প্রাণে
যুগের ধাঁচি মোরা
নব সমাজ গড়ে যাই॥
আত্ম স্বার্থ ত্যাগের ব্রতে
আমরা মহিয়ান।
ঊর্দ্ধে তুলিয়া শির
দাড়াবে জাতীয় বীর
শ্রেষ্ঠ আসন লভিবে ভারত
সমাজ সভ্যতায়
(বিশ্ব) শান্তি মহাসভায়॥

★ হোলী গান

ফাগুয়া মেরি দিলমে
প্রেম লাগানা চাহাতা হায়।
ভুলা হোয়া তু দিলোকো
ফিরভি মিলানা চাহাতা হায়
বিছরে হুয়ে পন্‌ছিওনে
ধুন্দ রহি হায় আপনা সাথী কো,
তুনে কিয়া যাদু লাগায়া
জখমি দিলমে সহা না যায়॥

★ লোকগীতির সুরে

যা পাখী যা বন্দের বাড়ী
সে যে থাকে অনেক দূর
কেমনে যাইব আমি
পন্থ না দিল বিধি মোর ॥
বন্দের বাড়ীর ফুলের বাগান
চিরল চিরল পাতা,
সেই বাড়ীতে যাইবা পাখী
কইবা আমার কথারে ॥
যায় পাখী যা ... ...
মধ্যে আছে প্রেম শত্রু
আয়ন গোয়ালা,
(আরে) তার জ্বালাতে মইলাম আমি
কি করি উপায় রে ॥
যায় পাখী যা ... ...
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইলাম
লিখিলাম চোখেরি জলে,
পদ্ম পাতায় লিখলাম পত্র
যত দুঃখের কথা রে ॥
যায় পাখী যা ... ...

ভজন

শ্যামল সুন্দর গোপীজন মনোহারী।
কর্ণেশোভিত রজত কুণ্ডল কনক কীরিটিধারী ॥
শুভে অঞ্জন নীলনয়ানে,
বাজে নূপুর রাতুল চরণে,
বন্দনা করিছে মহা প্রভু
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ॥

★ লোকগীতির সুরে

কাল কুকিলারে, আর ডাকিসনা. কুহু কুহু
জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি
জীবন আমার করলাই মাটি—ও
(এখন) আমার সনে কয়না কথা রে বধুয়া
আর ডাকিসনা ··· ·· ···
আমি শ্যাম কলঙ্কে, কলঙ্কিনী গো
ও আমি বন্ধু প্রেমে পাগলীনি গো
(আমি) সে আগুণ কি দিয়ে নিভাই।
আর ডাকিস না ·· · ··· ···
শিখাইয়া প্রেমের রীতি, বুঝাইয়া প্রেমের নীতি
এখন কেন কওনা কথা রে বধুয়া ॥
আর ডাকিস না················
আমি প্রেমের বিষে জর জর গো
(আমার) কাঁপে অঙ্গ থর থর গো
(আমি) কার কাছে কই দুঃখের কথা গো
আমি কারে বা বুঝাই ॥
আর ডাকিস না ··· ··· ···

কালী মালসী

তারা মায়ের রাঙা পায়ে
প্রাণ সঁপেছি ভাই।
যায় যদি এ তুচ্ছ পরাণ
দুঃখ কিছু নাই।
জবার জীবন ধন্য হল,
মায়ের চরণ পরশ পেল,
(তাঁর) পায়ের আলতায় লাল হলসে
চেয়ে দেখনা ভাই।

★ লোকগীতির সুরে

রজনী প্রভাত কালে
আইলা কি লাগিয়া রে
যাও যাও নিঠুর কালিয়া।
নারীর বসন পইরা আইলা
এলকি ঝাড়া দিয়া গো
যাও যাও নিঠুর কালিয়া॥
জ্বালাইয়া চান্দের বাতী
কুঞ্জে কাটাই সারা রাতি,
অভাগিনী শ্রী রাধারে লইয়া॥
অঙ্গেতে সিন্দুর চিহ্ন
কাজলেতে মাখামাখি ও
কার কুঞ্জেতে রাত কাটাইলা
নিলাজ কালিয়া॥

★ ত্রিপুরী গান

ফায়দিবা তাখুরাও, ফায়দি বা বুখুরাও
হান' সোনামনা ফায়দিবা।
*তাল ত্রিপুরা, রাওচাকনি ত্রিপুরা
সোনামনা যাদু ফায়দি বা।
আচাই হা চীনি নকবার কীচাং বিনি
খুম বুবার মতম ছুনা ফায়দিবা॥
চুড জত' মিলিউই, কক থানছা আংগোই
য়াপ্রি ছেনা ফায়দি বা॥
ইক নাহারদি বীছুক নায়থকমা
ভাল সাল আথুকিবি চুঙমানি॥
হানি ন থাঅ পিরমানি॥

মহেন্দ্র গীতি

(লোক সঙ্গীতে কাব্য)

ঝুম ঝুম করি এল, বাংলাদেশেরি বরষা।
কদম কেশর ঝরে পড়ে, সুবাস বিলায় কেয়া।
এমনি দিনে গাঁয়ের বধু, কাজে মেতে যায়
(বলে) ত্বরায় ঢেঁকিতে পাড় মারনা গো
চিড়ার ধান কেন মজেনা ?
ক্ষেতের থনে বাড়ী আইলে
খাইতে কি দিবিনা লো—
সোয়ামীরে খাইতে কি দিবিনা॥
ঝুম ঝুম করি এল, বাংলা দেশেরি বরষা।
হেথা হোথা দাঁড়াল জল, ভেকের আজি খেলা।
এমনি দিনে গাঁয়ের বুকে, মাছ ধরিবার পালা।
ময়দান পাথরেরে রামু মজিদ ঠেলা জাল বায়।
কখন উঠে টেংরা পুটি, কখন বা কিছু নাইরে॥
রামুর হুকু মজিদে খায় কোন হিংসা নাইরে॥
ঝুম ঝুম করি এল, বাংলা দেশেরি বরষা।
ঘোলা জলে দেশ ভরে যায়, নৌকোর বসে মেলা॥
এমনি দিনে গাঁয়ের বধুর আঁখি ঝরে হায়।
(ডাকে) তোরা কে যাসরে চলি গাঙ দিয়া, কুশা নাউ বাইয়া
আমার দাদারে কইয়া নাইয়র নিত আইয়া।
এতদিন হইল বিয়া না দেখিল আইয়া
আমি অভাগিনী মরি যে কান্দিয়া॥

★ লোকগীতির সুরে

তোরা দেখবি কেগো আয়
ঐ যে সোনার মানুষ, এল নদীয়ায়।
সে যে কারে জানি কাঁদাইয়াছে
তাইতো কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।
ও তাঁর কাচা সোনার রং
ও তাঁর নাচের দেখ ঢং
ভাবে বিভোর হেলে দুলে
রাধা নামের গুণ গায়।
কার প্রেমের দাম দিল না বলি
যারে তারে প্রেম বিলায়।
গৌরা ডেকে বলে যায়
পাপী তাপী আয়
নামের গুণে তরবি যদি ভব দরিয়ায়॥
দুই বাহু তুলে নেচে নেচে
ঘরে ঘরে নাম বিলায়॥

★ দরবারী সুরে

তিনি উলি থুঙানু কৃষ্ণমুরারী।
রাধা বাই বং থুংঙানু নাউই রংনি ঝারি॥
কবর' বসন্ত ফায়থা, তাই সয়লিয়া সিকলা নখা।
আবির বাই বংগুলিউই বুআনু পিচকারী॥

(আজ কৃষ্ণমুরারী রাধার সঙ্গে রংএর ঝারি নিয়ে হোলী খেলবে। উন্মত্ত বসন্তকাল এসেছে যুব মন আর সইতে পারছেনা। আবির দিয়ে রংগুলে পিচকারী মারবে।)

⚜ লোকগীতির সুরে

নব ভারতের নব চেতনায়
(আমরা) জাগিয়ে দিয়ে যাই।
শিক্ষার বর্ত্তিকা লয়ে
(জ্ঞানের) দীপ জ্বেলে যাই।
জীবনের গানে গানে
কিশোরের প্রাণে প্রাণে
যুগের দধীচি মোরা
নব সমাজ গড়ে যাই॥
আত্ম স্বার্থ ত্যাগের ব্রতে
আমরা মহিয়ান।
উর্দ্ধে তুলিয়া শির
দাড়াবে জাতীয় বীর
শ্রেষ্ঠ আসন লভিবে ভারত
সমাজ সভ্যতায়
(বিশ্ব) শান্তি মহাসভায়॥

★ হোলী গান

হোলী খেলত আজু ব্রজগোপবালা।
ভাগি ভাগি যাওয়ত নন্দলালা॥
চুয়া চন্দন ভরি মারত পিচকারী।
ধরল বেড়ি কানু সব গোপবালা॥
ঝুলত রাধা কানু, আবিরে রাঙা তনু।
উড়াওত আবির সব গোপবালা॥
লাল ভেল কানন, উনমত্ত ফাগুণ।
আউল বসন্ত লিয়ে হোলী খেলা॥

ছড়া গান

ঘুমাও মানিক ঘুমাও
ঘুমাও সোনা ঘুমাও
ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা'র
গল্পের ঝুরি খুল—
(দেখ) রাক্ষস খোক্কস
দৈত্য দানব জলদি চোখটি বুজো ॥
(শুন) হাঁউ হাঁউ কাঁউবে
মনুষ্যি গন্ধ পাইরে
(উমা) মুলার মত দাঁত তার
কোলার মত কান
বট গাছের মত পা তার
তাল গাছের মত হাত
জিহ্বা লক লক্ মেঘ চুল নিয়ে
ঐ ধেয়ে ধেয়ে আসে, ঘুমাও খোকা
ঘুমাও, ঘুমাও মানিক ঘুমাও ॥
এই কথা কি খোকা তুমি
শুনেছ কখনো— ?
বার হাত কাঁকুরের
তের হাত বীচি ।
চিচিং চিচিং চিঙ্গা
নাক ও নাই কান ও নাই
কাটবি কি তার ঝিঙ্গা ।
দের আঙ্গুলে বীর তার
সোয়া হাতের টিকি
হুলু বেড়াল বাহন তার

দৌড়ে বড়ই চাঙ্গা।
ঘুমাও খোকা ঘুমাও॥
সাত সাগর আর
তের নদীর পাড়ে,
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
রাজকন্যা এক থাকে।
কলাবতী নাম যে তারি
মেঘ বরণ চুল,
শিয়রে তার রূপোর কাঠি
ঘুমে অচেতন—
কাল সকালে আনতে
যাবি—ঘুমাও খোকন ঘুমাও।
(এখন) ঘুমাও মানিক ঘুমাও॥

★ লোকগীতির সুরে

দেহেতে ছয় রিপুর খেলা
        কোন যাদুগর খেলায়।
দেখিনা চিনিনা তারে
        থাকে সে কোথায়।
এক রিপুতে দেহনাশে,
এক রিপুতে প্রেম আসে,
আর এক রিপুর ঠেলায় পড়লে
        সর্বস্ব যে যায়।
দেহ ময়দানে রিপুর লড়াই,
প্রাণ পাখী কয় পালাই পালাই।
রিপুর দমন সাধন ভজন
        দীক্ষা তন্ত্রে বলে যায়॥

★ লোকগীতির সুরে

কোন রূপসী জল আনিতে
যায়রে সুবল সুবলরে,
পায়ের মল যে বাজাইয়া
সুবল দেখরে চাইয়া ॥
কোন রূপসী জল ভরিতে যায়গো
মাথার বেণী যে আউলাইয়া
সুবল দেখরে চাইয়া ॥
থমকি থমকি চলেরে
কাণ্ডখে কলসী লইয়া
সুবল দেখরে চাইয়া ॥
মাথার ফুল সে ধরল বুকে বে
(সুবল) আমার পানে চাইয়া।
সুবল দেখরে চাইয়া ॥
টুক টুকে রাঙা মুখ তার
সাঁচি পান খাইয়া—
সুবল, ভাইট্যালী পান খাইয়া।
সুন্দরী কন্যার খবর
ত্বরায় আন গিয়া।
সুবল, দেখরে চাইয়া ॥

ফায়ুন্দি বা তাখুরাও গানের বাংলা অনুবাদ

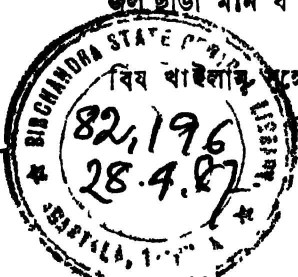
ভাই বোনেরা দেশ গঠন করবে এসো।
আমরা নূতন গণতান্ত্রিক ত্রিপুরা
সোণার ত্রিপুরা গঠন করবো এসো।
আমাদের জন্মভূমি ত্রিপুরার শান্ত
সুশীতল বায়ে প্রস্ফুটিত ফুলের ঘ্রাণ নাও।
সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে
চলবো—কদম বাড়াবো এসো।
ঐ চেয়ে দেখো আমাদের মাতৃভূমি
ত্রিপুরার আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ
কেমন উজ্জ্বল বিরাজ করছে।

★ লোকগীতির সুরে

দেশে শান্তির হাওয়া রয়,
পাক্না ধানের গন্ধ বয়,
গ্রাম ত্রিপুরা দেখবি যদি আয়।
আয়—আয়—আয়॥
রাইমারি অর্থে জলে,
লাখো চাঁন্দের বাতি জ্বলেবে,
বাঁশের বাশীটি তরুণ বাজায়ে
ত্রিপুরী বনগীতি গায়।
(শুনবি) আয়—আয়—আয়॥
সবাই মিলে মাঠে যায়,
যার যার ক্ষেতে হাল চালায়,
কিষাণ সবাই মাটির মালিক।
(দেখবি) আয় আয় আয়॥

★ মৈশান গীতির সুরে

ও বিদেশী গোয়ালা,
কে জানতো রে মৈশান,
তুই আইলি মোর তরে।
ছোট জালে জিজ্ঞাস করে দিদি
মৈশান কোন জন ?
(মহিষ) পালের আগে দৌড়াইয়া নাচে,
ডাইনের কানে সোনা। বে মৈশান,
তুই আইলি মোর তবে॥
দুধ কিবাইতে আয়তা যখন
আমাগো গেরামে,
দেগা ধরতাম, কথা কইতা নিরলে গোপনে।
এলকি ঝাড়া দিয়া মৈশান
তখন গাইতা গান,
বন্ধ হইয়া যাইতো আমাব
সকল কাজ কাম।
কলঙ্ক বসাইল যত
গেরামী হাবামী,
তোমার আমাব শত্রু হইল
এমন সোনার স্বামী।
তোমাব বুকে তীর বিন্দাইল
সকল জল্লাদে,
অভাগিনী কাইন্দা মরি
(এই কি) লেখা ছিল কপালে।
জল ছাড়া মীন বাঁচেনা
তুমি ছাড়া আমি,
বিষ খাইলাম সঙ্গে যাইবাম
ওগো প্রেমের সোয়ামী।



★ লোকগীতির সুরে

কৃষ্ণ :—চান্দ্রবলী ধরলো কৃষ্ণে
পথে লাগল পাইয়া।
কাতর হইয়া বলে কৃষ্ণ
(চন্দ্রা) আইজ দেওগো ছাড়িয়া
চন্দ্রা :—নীতি নীতি যাওগো বন্ধু
আমায় ফাঁকি দিয়া,
আইজ তোমারে পাইছি নিঠুব
না দিমু ছাড়িয়া।
রাধার কুঞ্জে যাওগো নিঠুর
নূপুর পায়ে দিয়া,
আমার কুঞ্জের কাছ দিয়া যাও
নূপুর হাতে লইয়া।
আমার মনেব সাধ বন্ধু
যাওগো পুরাইয়া,
কল্য যাইও রাধার কুঞ্জে
যামিনী কাটাইয়া॥

উলিনি রাচামুং

কুহ' কুহ' কুংকিলা খবাং
সাচলাং ফিরগাই ফায়খা দী।
বরচুক মান্দার বুবার
ঈক বার বাইখা
বলংলে ছিকলা চা খা দী॥
দালের দাল রংনি নাহারদি তকছা
রাচাবাই মাছাউই বিরাই তংখা
সাচলাং ফিরগাই ফায়খা দী॥

★ খানছানি রাচাবমুং

জাগা জাগাঅ আচায খাইব'
চীনি ছিনিমা কাইছা—
চুংলে ভারতনি বাছা।
জুদা জুদা দবম তংখাইব'
চীনি ছিনিমা কাইছা—
চুংলে ভাবতনি বাছা।
তামিল, ত্রিপুরী, পানজাব মারাঠী
চীনি জাইতিলে কাইছা—
মুগলি কুকি আসামি বিহাবী
ভারত জতনি হা।
মেঘালয হিনদি মিজুবাম হিনদি
হা রেদেক ভারতনি
ভাবতীয চুং, ভারতলে চীনি
চুংলে ভারতনি বাছা।
ভারতনি শান্তি, চীনিনি শান্তি,
ভাবতনি দুখু, চীনিনি দুখু,
ভাবতনি সুখ, চীনিনি সুখ,
চুংলে জুদাযা বা।

সংহতি

আমবা বিভিন্ন জায়গায জন্মালেও আমাদেব একটি মাত্র পরিচয় আমবা ভাবতবাসী—ভারত সন্তান। আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও আমাদের একটিই পরিচয আমবা ভারতীয়।

তামিল ত্রিপুরী পানজাবী মারাঠী মণিপুরী কুকি বিহাবী, ভারতই সবার দেশ। মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড সব রাজ্যই ভারতেব অঙ্গ রাজ্য।

আমরা ভারতীয়। ভাবত আমাদের-আমরা ভারত সন্তান। ভাবতেব সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তিব অংশীদার আমরা। কারণ আমরা ভারত সন্তান-পৃথক নই।

★ সাচ্লাং-ন' লাম ছুমানি

সাচ্লাংনি নবার ছিবুইলে ফায়খা
ছিক্লারগনি বীখা সক্লাইনা নায়খা।
মাজিলতা-ন' সুংদি ?
মাজিলতানি বুবার মানীই
বলং বভবরাই কীসুপনা ফায়'
বীনি বীখানি বাহায় মতম-ন'
ছাব'-ন' রীনায় সুংদি ?
হুক্ তাংগীই চানাই '
হুক ছক্না নাংগ,
সাচ্লাং ফিরগীই ফায়খাই,
বলং তস্কুমা হু হু পুংখা দী
সাচলাং নিহিনীই ফায়খা।
উতুরনি নবার কীতাল ছিবুই ফায়'
উালাই কবন' নায়দি ?
চীনি হাঅ কীতাল তংমুং ফিরগ'
হানি ছিকলা তিয়ার উংদি ॥

বাংলা অর্থ :—

বসন্ত মলয় বইছে। যুব মন উতলা। মাধবীলতা ফুলকে সুধাও, সে কি বলে ? মাধলতার ফুল পেয়ে বন ভ্রমরা মধু লুটতে আসে। তার বুকের সুগন্ধ মধু কাকে সে দেবে সুধাও। জুমিয়ারা বসন্তকাল ফিরে এলে জুমে আগুন দেয়। বনের তসকুমা পাখী

হু হু করে ডাকছে, যেন বসন্তকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উত্তরের ন
মলয় মৃদুমন্দ বইছে। ঐ দেখো, শুকনো বাঁশের পাতাগুলি
উড়ছে। অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরায় পুরনো সংস্কৃতির রূপান্তরে ন
সংস্কৃতি আসছে, যুব সমাজ তাকে স্বাগত জানাতে তৈরী হও।



★ পহিয়ামি রাচাবমুং

থাংনানি সাকাং বাবা গরিয়া
নন' চুও ছেংগারগ পাল খুলুমজাঅ॥
বিসু কতর' ফায়খা বাবা,
সাল ছিনি বেরাই লাহা;
কামি কামিঅ গুরিউই বাবা,
চুও-ন' নাহার বাইখা।
তক রাথারাই তকতায় তানাই
(বাবা) নীনি য়াকুং ছুঅ॥
চুন' হামরিদি চুন' মাথাংদি,
নীনি ছেংগারগ-ন' বাবা;
লাম কর'নাই সমাজ কাগনাই
বরগনি বাথা ফিরগদিবা।
মায় খুল নাউই ফায়ফিদি বাবা
থালিনি বিসুসেনাঅ॥

★ লোকগীতির সুরে

মন্ত্র শিখাইলা গোঁসাই
গিয়ান দিলাই না ?
তত্ত্ব কথা কইলা কত
জাতের কথা কইলা না ?
জন্ম হইলে জাত হইছে কয়,
মইরা গেলে পাত হইছে কয়,
জাতপাত বলতে কারে বুঝায়
এইটা কইলা না ?
যে মানুষ হইয়াছে জাত
মরনেই না শেষ হইত ?
ছুঁইলে জাত কেমনে যে যায়
(এইটা) শিখাইলা না ?
জাত পাত লইয়া করছে লড়াই
এইটা কোন ধর্ম গোঁসাই ?
জাত নিপাতে কত পুণ্য
এইটা কইলা না ?





আয় না সবাই
সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে।
সি পি এম আনবে দেশ
শপথ নিয়াছে।
কাজ কিরে ভাই ভিন্ন দলের
দেশের বুকেতে।
সি পি এম যদি এই ভারতে
সমাজতন্ত্র আনে।
সবাই আজ শক্তি যোগাও,
সবাই আজ সংহত হও,
এক পতাকা তলেরে ভাই
লাল ঝাণ্ডারি তলে।
মিছে আর ভয় কেন ভাই
কেনরে সংশয়,
সি পি এম'এর এই ঘোষনা
মিথ্যে তো আর নয়,
জনতার সুখের তরে
দেশের উন্নতি তরে
সমাজতন্ত্রে পথের হদিশ
লেখা রয়েছে।

আচায়হা ত্রিপুরা

জত' হানি সালায় হা কাহাম
আচায় হা ত্রিপুরা ত্রিপুরা।
জত' হানি সালায় হা নায়থকমা
আচায় হা ত্রিপুরা ত্রিপুরা ॥
হাভাই থাইছিনিনি ত্রিপুরা
তৌয়বুক বুকছিনিনি ত্রিপুরা ॥
উালুং খুমুলুংনি ত্রিপুরা
নায়থকমানি বারা ম ত্রিপুরা ॥
মাযফাং খুফাংনি ত্রিপুরা
তংথক তংকৌচাংনি ত্রিপুরা ॥
জত' দরম তংনায়মা ত্রিপুরা
জাতি উপজাতিনি হা ত্রিপুরা ॥
গণতন্ত্র হামজাগনায় ত্রিপুরা
কিচিং হালক থাজাকমা ত্রিপুরা ॥
ভারতনি হা বেদেক ত্রিপুরা
ভাবতীয চূঙ জত' তংনায় মথাছা ॥

★ লোকগীতির সুরে

সোনার প্রতিমা আজি
দিলাম গো ভাসাইয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া আইলাম ভাসানেতে যাইযা ॥
আমরা ডাকি মা মা,
মায়ে তো আর শুনেনা গো
কান্দিয়া কান্দিয়া আইলাম ভাসানেতে যাইয়া ॥

আইলা মাগো পাল্কী চড়ি

গেলে নৌকা করি,

শরৎকালে আবার আইসো ওগো শারদীয়া ॥

আমাগোরে মনে রাইখ্যো,

কৈলাসেতে সুখে থাইক্যো,

পুত্র কন্যা জামাই বাবা ভোলানাথে লইয়া ॥

★ বিজয়ার গান

(তুমি) আইজ গেলাই মা

আবার আইস গো—

একটি বছর পরে।

তোমারে বিদায় দিতে

চুক্ষের পানি ঝরে, উমাগো।

শিউলি কাঁন্দে, চন্দ্র কাঁন্দে,

কাঁন্দে হেমন্তের তারা,

পশুপক্ষী সবাই কান্দে

তোমার লাগিয়া,—উমা গো।

মায়ের প্রানে কি যে ব্যথা গো

মাইয়া নাইয়র আইন্যা।

বিদায় দিতে পরাণ ফাটে

জানে সব জননী,—উমা গো।

মা হইয়াছ, বুঝ বা দুঃখ

মা হওয়ার কি জ্বালা,

পরের বাড়ী গেলে কন্যা

সদাই ভাবনায় পালা—উমাগো।

★ বিজয়ার গান

ঘন ঘন ডম্বুরু বাজে
দশমীর সাঝ বেলাতে গো
(আমার) প্রাণের উমারে যায় লইয়া ॥
কৈলাশেতে ঘর সংসার
ক্ষেপা স্বামী উমা মার গো ;
সে সংসারে যাইবার লাগি
উমা যে উতালা ॥
জামাই খায় ভাং ধুতুরা
সুখ নাই আমার উমা মার গো ;
দুঃখে দুঃখে উমা আমার,
জীবন যে কাটাইলা ॥
সখনা প্রাণে, বিদায় নিদে,
জামাই আইল উমা নিতে গো ;
সংসারেতে মন নাই বাবার
শিব শম্ভু আপন ভোলা
(আমার) প্রাণের উমারে যায় লইয়া ॥

★ লোকগীতির সুরে

বৃন্দে গো কৃষ্ণে আন
মথুরাতে যাইয়া ।
অভাগিনী রাধা আছে
পথ পানে চাইয়া ।
কইও কইও কইও খবর
কৃষ্ণের কাছে যাইয়া ।

(তাঁর) রাধা মরে প্রেমানলে
কৃষ্ণ হারা হইয়া।
জল ছাড়া বাঁচেনা মীন,
ছাড়াছাড়ি হয়না রাত্রদিন,
রাধা কৃষ্ণ যুগল নামটি
(কেমনে) থাকে ভিন্ন হইয়া॥

❦ শান্তি রাখবি আয়

আমরা ত্রিপুরা বাসী,
স্বদেশকে ভালবাসী,
শান্তি রাখবি আয়?
ক্ষেতে ক্ষেতে সোণালী ধানে,
প্রাণের আভাস ঐ যে আনে,
(এসো) কাটি ধান গোলায় তুলি,
দুর্ভিক্ষ যাকনা চলি,
শান্তি রাখবি আয়?
সীমান্তে সীমান্তে
যত সব দুষমণে,
দেশের উন্নয়নে
আঘাত যে হানে,
তুমি আমি দেশের নওজোয়ান,
এসো গাহি একতারি গান,
এইতো লগণ এলো,
সকলের বিভেদ ভুলায়,
শান্তি রাখবি আয়।

★ লোকগীতির সুরে

বাঁশী শিখাইয়া দাও আমারে,
বাঁশী শিখবার লাগি আইলাম
তোমার ঘরেতে ॥
শ্যাম তুমি কেমনে বাজাও বাঁশী,
কোন যাদুতে ঘর ছাড়িয়া
তোমার কাছে আসি।
সেই বাঁশী আজ শিখবাম আমি
শিখাইয়া দাও আমারে
আমি আইলাম তোমার ঘরেতে ॥
বাঁশীতে কেমনে তুল গান,
যে গানেতে হরণ কর গোপনারীর মান,
সেই গান আজ শিখবাম আমি
শিখাইয়া দাও আমাতে।
আমি আইলাম তোমার ঘরেতে ॥
কোন সুরেতে বাজলে বাঁশী গো
ফোটে কদম ফুল,
কোন সুরেতে বাজলে বাঁশী
নারী ছাড়ে কুল,
সেই সুর আজ শিখবাম আমি
শিখাইয়া দাও আমারে ॥

★ লোকগীতির সুরে

ও কিষান বন্ধুরে ও চাষীর বন্ধুরে
মেঘ রাজাবে—
এক ঝরি মেঘ দে চাষের কাজে যাই,
এক ঝারি মেঘ দে ক্ষেতের কাজে যাই।
মাঠ ফেটে খান খান—
কোথায় বুনিব ধান,
ফসল বুনার মোদের সময় বয়ে যায়॥
মেঘ রাজা এসো,
মোদের দেশে বসো,
খরাণের মরণ হতে আমরা বেঁচে যাই॥
খালে বিলে নাই পানি
করে ছটফট প্রাণ খানি
গ্রীষ্মের দারুণ তাপে আমরা মরে যাই
এক ঝরি মেঘ দে ভিজিয়া বেড়াই॥
ঘী মউ মউ আম কাঁঠালের
পিড়ি দিবো পেতে,
দুটো মিষ্টি কথা কইবে বসে মোদের আঙ্গিনায়

★ লোকগীতির সুরে

(সখিরে) আইল না ফিরিয়া
বন্ধু আইল না ফিরিয়া॥
বসন্ত আইল দেশে
শুকনা ডালে ফুল ফুটাইয়া,
বন্ধু আইল না ফিরিয়া॥

জুমের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুণ কেউনা দেখে গো,
(আমি) সারা জীবন মরিলাম জ্বলিয়া ॥
মেঘ ঝরিলে জুমের বুকে
আগুণ যায় নিবিয়া,
প্রেম বারি ঝরিলে বুকে
বিচ্ছেদ যায় নিবিয়া গো,
বন্ধু আইল না ফিরিয়া ॥

★ লোকগীতির সুরে

সুখ নাহবে আমার
বিধি হইল বাম ॥
তোমার ভাগ্য লিখলো বিধি
সোনার কলম দিয়া,
আমার ভাগ্য লিখলো বিধি
বাঁশের কলম দিয়া,
এ ইতো নিঠুর বিধির কাম ॥
তাইতো তুমি সুখে আছ
আমারে ভুলিয়া,
আমি সদাই কাইন্দা মরি
তোমার লাগিয়া।
কি দোষ তোমার শ্যাম ॥
প্রেম ধনে তুমি ধনী
আমার প্রেম নিয়া,
ভিখারিনী হইলাম আমি
সেই প্রেম বিলাইয়া।
(আজ) কিবা আমার দাম ॥

বিজয়ার গান

জাগো জাগো গিরীরাজ
রাতি প্রভাত হইল ॥
নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গি কইরা
ঐ বুঝি বা জামাই আইল ॥
খণ খণ শিংগা বাজে,
ঐ বুঝি বা ভোলা আইয়ে,
উমারে পাঠাব না (আর)
জামাইরে গিয়া বল ॥
তিন দিন মাত্র আল মায়া,
চার দিনের দিন যায় যে লয়া,
এমন পাগলা জামা এর সঙ্গে
মাইয়ারে বিল দিল ॥

হোলী গান

বন্‌মে বসন্ত মন্‌মে অনন্ত
সুখ দুঃখকি বাত ॥
ফাগুণ মলয়া পাগল বানাতি
ক্যাইসি গুজারু রাত ?
নয়া রসিকা নারী
ফাগু রং লেকর—
খেলতি আপ্‌না প্রিতমকি সাথ
মেরা দিলমে বিরহকি অনল
জ্বল রহি দিন রাত ॥
আও প্রিতম এহি দিনমে
ফাগু খেলেনে মেরে সাথ।

❦ প্রভাতি সুরে

জাগো জাগো ত্রিপুরবাসী
নিশি অবসান রে ॥
রণ দামামা বাজে শুন
কত আর ঘুমাও রে ॥
রাজায় রাজায় নয়রে লড়াই
গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের লড়াই
গগণে ঐ তপন ডাকে
ময়দানে জোয়ান রে ॥
তরাইনের যুদ্ধ নয়রে এবার
ভারত জাতির যুদ্ধ এবার
এক সাথে জাগ ভারতবাসী
ঘুমের সময় নাইরে ॥

❦ শ্রমিকের গান

ও শ্রমিক ভাই
সময়ের হিসাব তো নাই
এ ভারত তোমার আমার।
হৈঁইয়াহৈ হৈঁইয়া মার
(কর) জোয়ানের হাতিয়ার তৈয়ার ॥
থাম্‌বোনা কারো উস্কানিতে
বাধা আন্‌বোনা দেশের উৎপাদনে
ধর্ম্মঘটে জাতির ক্ষতি।
এ ভারত তোমার আমার ॥
কোটি কোটি হাতে দিনে রাতে
কামান বিমান পণ্য কর তৈয়ার
এ ভারত তোমার আমার ॥
মোদের বলিষ্ঠ বাহু নাশিবে রাহু
যে আসে গ্রাসিতে ভারত।
এ ভারত তোমার আমার ॥

⚜ কোরাস রীচামুং

ত্রিপুরা হানি বাছাবগ চুং
মিলি হিংনানি কায়।
চুং জত্ত পাগাড়নি বাছা
মিলি তংনানি নায়।
লুকুনি শাসন অচুকমা সাল্‌অ
(চুং) দিল্লীঅ মাছানা কায়॥
নাগা আসাম মনিপুরীসং
পাঞ্জাব গোয়া গুজরানিসং
দিল্লীঅ ফাইথা জত্ত জাইতিন'
(চুং) ইয়াব খানানি নায়॥
অন্ধ্র বঙ্গ উৎকল মিজু দাকিরসং
কাশ্মীর হিমাচল মারাঠীসং
জত্তন চুং ভারতনি বাছা
থানছা তংনানি নায়॥
মধ্য প্রদেশ রাজস্থানী সং
উত্তর প্রদেশ আসামী সং
লাঙ্কা দ্বীপনি ববক তিনি
দিল্লীঅ মছানা ফায়।

⚜ প্রতিরোধের গান

আমরা ভারত সন্তান
ও ভাই, আমরা জাতির মান।
আমরা ত্রিপুর সন্তান
ও ভাই, আমরা দেশের মান।
শত্রু নিধন ব্রত মোদের
কোটি কণ্ঠে অগ্নী গান।

এই দেশেরি মিঠেল হাওয়া

পরান শীতল করে,

জীবন মরণ এই মাটিতে

যাব কোথায় ছেড়ে ?

তাইতো আজি পণ করেছি

রাখতে জন্মস্থান, রাখতে জাতি-মান।

সুবাস বিলায় যুঁই চামেলী

দু'য়েল শ্যামা গায়

বারুদ গন্ধে মধুর বাতাস

কে ভরাতে চায় ?

হুসিয়ার সব দেশবাসী

রাখতে জন্মস্থান— রাখতে জাতি-মান।

(আমরা সবাই ত্রিপুর বাসী)

গানের মগ ভাষায় অনুবাদ

হ্লা ব্রাউং মগচৌধুরী

এল মাজারে ফয়খ্যাংমা

ঙো জানি রাই ম্রংরে খোঅংগো

তু্ই প্রেনে ছাংগাইমে।

ঙো আকুং সুম্রুং ব্রেসংসা

প্যাংফো তু্ইপ্রে প্যাংফো প্যাংফো ॥

কোট মাগা রায় ফ্রইরে

লুম্যারে ব্লাকা অংফো

মাতারা ঠিংসু য়েমাতেলে প্রারে সিক্রো আক্রব

গুক্য়ে জং মুসা কোগো ক্রকপ ফোয়েব মানি

হ্নই দো তাক্ পনই সুরে গংঞউ

প্যাংফো গং স্বাধীন প্রে।

গণতন্ত্রের গান

লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিবা উঠুক
গনতন্ত্র কায়েম হউক ।।
প্রতিক্রীয়ার হউক অবসান
একনায়কত্তার হউক অবসান
দুঃশাসনের কূটিল চক্রে
গণভোটে আজ ধ্বংশ হউক ।।
অনাহারের তীব্র জ্বালা
কালোবাজারীর রঙ্গিন খেলা
মৃত্যুর বুকে পদঘাত হানি
জনতা আজ বিজয়ী হোক ।।

(মনিপুরি অনুবাদক : মনিসিং)
মি-পুনামক্ লাউদানা হাইয়্,
গণতন্ত্র অয়ছুনু
য়েকনাবা মায়াং তুমু ছুনু
আমাতামা পানবা লয় ছুনু
থোরাই অপুম্বা আমাত্তা অযছি
ফাত্তাবা থুবাং মাংছুনু
চাবা-হেন্‌বাগি মৈচাক
মি নাম্বাগি থৌ-ছিন
আকিবা থাপ্‌না ইনথকলাগা
তার না ওামবা অয়ছুনু

⚜ প্রভাত ফেরির সুরে

জাগো পুরবাসী
অজ্ঞান তমসা বিনাশী,
নতোনেরা শুন ডাকে আজি ॥
এইতো সে-দিন
স্বপ্ন রঙিন
যুব শক্তি শপথ
নিয়েছি যেদিন
আনবে দেশে গণতন্ত্র ঐক্য সংহতি ॥
উজ্জ্বল দিনের ইশারা
সবে আজি দাওগো সারা
শুণ আহ্বান, ভারতের যুব শক্তি
সমাজ তন্ত্রের পূজারী ॥

⚜ প্রজাতন্ত্রনি রাচাবমুং

ফাইদি বা তাখুরাও
ফাইদি বা বুখুবাও
ফিরক ফাইখা চীনি
ভারতনি প্রজাতন্ত্র দিন।
ইক নাহারদি উডিঅই তংথা
খুলুমদি ঝাণ্ডা রঙ্গিন ॥
ম দিন ন প্রজাতন্ত্র উংমানি
খিবিদি কেনা বাথাঅ তংমানি
মোছাআনু উংগয় বাক্‌ছা
রচাবআনু উংগয় বাক্‌ছা
তিনিলে প্রজাতন্ত্র দিন ॥

❀ নির্বাচনের গান

আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী
গড়বো সোনার দেশ—
গড়বো—গড়বো ॥
গড়বো সোনার দেশ,
গড়বো স্বাধীন দেশ,
শান্তি সুখী দেশ –
গড়বো—গড়বো ॥
নির্বাচনে রায় হয়েছে
গণতন্ত্রের জয়
স্বৈরাচারী নেতারা তবু
দেখায় মৃত্যু ভয়।
আজকে শুধু মিথ্যা ভয়ে
পিছিয়ে থাকা নয়
এগিয়ে চল বীরের মত
গড়তে স্বাধীন দেশ।

❀ প্রজাতন্ত্র সালনি রোচামুং

ফিরগ কাইলাহা, প্রজাতন্ত্র সাল
হানি বরক ফাই বাইদি বা
মিলি হিম্‌নানি।
তিপরা হানি জত্ত বরক
তাথুক বুথুক জত্ত নরগ
সামায় তাংদি তৈনিমি দিন্‌অ
থান্‌ছা তংনানি।
ত্রিপুরা কৃতাল্ সোনাম্‌না বাগুই
হানি উন্নতি খালায়না বাগুই
দস্ত্র ফাইদি হানি বাছারগ
(কাহাম) সামুং তাংনানি ॥

❀ নববর্ষের গান

বৈশাখি ঝড় এলো গেলো।
দিনের পাতা ঝড়ে উড়ে গেলো।
মরা বছরের কবর থেকে
নয়া বছর আজ জন্ম নিলো।
কোন আগামীর স্বাগত জানাবো
ভেবে না পাই!
আশা দিয়ে গাঁথা আশ্বরি জাল
বুনিতে না চাই—
শুধু নতোন কিছুর সম্ভাবনার
সময় যে এলো।
আজ এক, কাল দুই,
যদি রক্ত চোষার হাতে বেঁচে যাই,
আয়ুর বাসরে মোরা
জীবণ মুক্তির গান গাইবো সবাই।
এটুকু লিখার লাগি
স্মৃতির পাতাটি খোল॥

জুক মীথাকলা
(আইম বিরুদি ওচামুং)

অ বাচুই সং মছা ফাইথা
চীনি জুগ্‌অ লে মছা ফাইথা
নখানি তালছে জুদা দো
হানি রকমছে জুদা দো
জুগ্‌ কীতাল্‌নি তংমুং কীতাল
বাকছা অংগয় হিম্‌দি
বীথা কারাক্‌ চিকন্‌তি বাচুই

ইয়াগ' তংখাই জেসা মাণুই
ব কিছুন কিরিয়া লগিছে ছিমি তংদি।
বাচুই কলকতি রাংগ্লাং বা
কাহাম চাঅয় লন্‌দি জুকমা
খারনানি নাইঅ বাচুই কলকৃতি
জত্তু ন বন' রম্‌দি।
লুগ্‌অ'ল থাং মাংগ্লাক দো
খেত্‌অ চুং তাল্‌ বায়নায় দো
থাঙনানি হিংখাই থান্‌ছা অংগয়
মুইয়া চানাই রগ্‌ তংদি।

মার্চিং সুরে

এমনি দিনের ঘোষণা
ভারত বাসীর সব জানা
"স্বাধীন" বলে দৃপ্ত কণ্ঠে
করেছিল ঘোষনা ॥
সেই শপথ মোদের পূর্ণ হল
পরাধীনতা দূর হ'ল
আনন্দেরি গানে গানে
মন্দ্রিত হোক মূর্চ্ছনা ॥
এগিয়ে চল ভাই সবে
দীর্ঘ পথ চলতে হবে
পদক্ষেপে ফুটিয়ে তোল
সুপ্ত আশার ব্যঞ্জনা ॥
ভরে উঠুক তোমার আমার
শান্তিনীড় এই ঘরখানা ॥

প্রতিরোধের গান

(ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় রচিত)

ভারত মোদের, ত্রিপুরা মোদের,
বিপন্ন আজ ভাই ;
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ি
এস আজ সবাই ॥
(ভাইরে) যুদ্ধবাদী পিশাচ আজি
মরণ খেলায় মাতে,
টুটি টিপে ধরবো আজি
আশি কোটি হাতে ;
জাগো আজি ত্রিপুরবাসী
শত্রুর মোকাবেলায় ॥
(ভাইরে) মাতৃভূমির স্বাধীনতা
প্রাণের বিনিময়ে —
পাকিস্তানী দুষমণ কি তা
নিবেরে ছিনিযে ?
ভারত মাতার সন্তান মোরা
কিসের আবার ভয় ॥
(ভাইরে) মৃত্যুঞ্জয়ী ভাই আমাদের
(যুদ্ধে) এগিয়ে চলেছে,
অতন্দ্র প্রহরী জোয়ান
(মোদের) সকল সীমান্তে ;
আমরা আজি সবাই সৈনিক
পাকিস্থানি হামলায় ॥

হোজ্পী গান

(ভাষায় সংহতী)

My dearling My dearling
Come soon thou ইন্নাং ফাইচিং ?
ফাগুণ দিনে হোক good morning
"ময়লে রাত আনছু" বোলকে তুম—
ওহি দিন চলা গয়া।
To-day "ন ছাড়ি দিম" তোমারে
"বহুত দিন"ন "নুংনে মাইয়া"।
রঙে রঙে শুধু রাঙাব তোমায়
I will not do nothing
(Because you are
my dearling)
Oh My Dearling.

(এখানে ইংরেজী, হিন্দি, নেপালী, ত্রিপুরী, বাংলা ও নোয়াখালী আঞ্চলিক কথার সমাবেস ঘটানো হয়েছে।)

প্রতিরোধের গান

ও জনগণ দেশ রক্ষায় দাও মন,
অগ্নি-তপন ভাস্করেরা,
তোমায় দিল ডাক।
পাকিস্তানি চীন দস্যুরা
আসে দেখ ঝাঁকের ঝাঁক॥
ভীরু যারা লুকায় তারা,
ঘরের কুনেতে।
জাতির বিপদ আপন বিপদ,
ভাবেনা মনেতে।
দিস না ভাই জাতিরে লাজ
দেশের মানটি রাখ॥

ঘুম পাড়ানি গান

নীনি নমালে হাবাঅ থাংখা
থুছিদি মনাই থু।
বলংনি মিয়ংছা উারনা ফায়'
মকল তা ফিয়কছিদি।
নীনি মায়চুলে ভখা তালাংগ
তরদি মনাই তর্।
নীনি মায়তুললে ছুইবরক চাঅ
লক্দি মনাই লক্।
তরাই লগাই হিমনা সারুংদি,
পুথি নাউই ইস্কুল' থাংদি,
আবছি আনি বীখানি কক।
সুরুংতে সুরুংতে ছিকারুং উংদি,
ছগুতুকরগনি মাখাং চুং রিদি,
আবছে আনি মুচুংমা কক।
আনি কুকুইলে ছিক্লা উংগামু,
রেল বাই মতর কাউই থাংগামু,
কুকুইলে বীনি বাক্রানি নক।

লুকু রাচামুং

হামজুকলে মান্থা কাচাম-ন' মারে—
মকলছে কল্সা ফুলি॥
(ব) উাখুম্ব' সান' তইয়াব' সান'
তাইব সান' বায়লি॥

মকজ কল্‌সা বাই বীছুক মুগজান' ?
গাম্‌নানি বাগাই সাদিবা বন' ?
মকজ হামুয়া ন' হাম রিল্লা বাগাই
রীবানি কায়দি বীথি ॥
রাঙ গীনাং সিনতুক নাদি হিন'
বীবতুই হামজাগ নায়দি চুন',
বীথুক বাই সাঅ নাদি জুতু ন'—
ছুরান্নিলে রাইমা ॥
ব' বাই হামজাগনাইরগলে জাতু
চাথাই কাহাম মান' ।
ব' বাই কক বাকছা উংনাইরগলে—
লাকাই রাঙ মান' ।
ব' বাই নায়সলে জাগনাই রগ্‌-ন'
ব'-লো কিছুব' রিয়া ॥

বাগেশ্রী রাগিনী

লাল হল ধরনী আজ,
আবির কুম্‌ কুমে ॥
পাহাড়ের ঐ কুলে কুলে,
রং ঢালে কে পলাশ ফুলে !
শিমূল মাদার ডালিম কলি,
শিরীষ লাল ঐ গোলাপ গুলি,
লালে লাল দেখ আজি,
ফাগুনেরি হোলী খেলে ॥

মহিলা কলেজে নবীন বরণ উৎসবের জন্য লিখা (১৯৬৫)

অ রাঙচাক কৌতাল কৌতাল
অ জাত্র কৌথরাং কৌথরাং
ফায়দি বা কৌতাল লগিসং ॥
বিছি কৌতাল ফায়লাহা,
বারি খুমতৌয়া বারলাহা,
ম সাল' কৌবাক লাইনা—
ফায়দি বা কৌতাল লগিসং ॥
কৌচামলে থাংনানি.
কৌতাললে ফায়নানি,
(ম'ল) সিবিছিতিনি তংমুং—
ফায়দিবা কৌতাল লগি সং ॥

(নবীন সোনা বন্ধুরা, আমার সবুজ বন্ধুরা এসো। নববর্ষ এসেছে, "খুমতৌয়া" ফুল ফুটেছে, এমনি দিনে পরস্পর আলিঙ্গন করবো এসো নতোন সাথীরা। পুরাতনের বিদায় আর নতোনের আগমন, এইতো চিরকালের নিয়ম। নবীন সাথীরা এসো।)

"শিশু বিহার" এর জন্য লিখা

চাঙ জত' চিকন চিকন,
ম তানি বৌথরুই বদল,
রৌচাব' মৌছাঅ তিনি—
উংগৌই বাকছা ॥

চীঙলে ছেলেংমা চিম্মা

চীঙলে মায়ছলেমা চিম্মা,

চীনি থাংসে দুর্মি হাসাই

রাচাব' মাছাম তিনি

উংগাই বাকছা ॥

সাক জুদা উংথাইব' চীঙ,

জুদা জুদা তংথাইব' মুঙ,

চারাইন' চীনি ছিানিমা ॥

তক [illegible]

লাগিমা ছাই চীঙ মাছাম,

চীনি বাথালে জাদু—

খুসিনি দংপর কায়সা ॥

সরস্বতী পূজোপলক্ষে গান

এলো মাঘ পঞ্চমী সুখদিন

লয়ে সিকি চাঁদের ভেলা।

পলাশ উদাল ফুলে সাজালো

বনানী তার মুকুল মেলা।

শুভ্রবরনী শ্বেত শতদল বাসীনি

মরালে বাহিনী এলো বীণাপাণী

লয়ে তোর জ্ঞানের ডালা।

প্রণমি তোমারে মাগো বিদ্যাদায়িনী

লহ মাগো মোদের সঙ্গীতাঞ্জলী

দেহ মাতঃ মোদেরে চারু শিল্পকলা।

উমাকান্ত একাডেমীর গান

ওগো উমাকান্ত একাডেমি
রবীন্দ্র চরণ পরশ ধন্য তুমি ।
শুধু নহ ইটের প্রসাদ সৌধ
অশিক্ষারি অন্ধকারে
আলোক স্তম্ভ তুমি ।
অজ্ঞান ঘন তমসা বিনাশী
[illegible]
শিক্ষার আলোয় ভরেছো ত্রিপুর ভূমি ।
তব কৃতি সন্তানেরা [illegible]সমাজ
গড়িছে ত্রিপুরার নয়া সমাজ
প্রাক্তণ ছাত্র সমাজ মোরা
প্রাক শতবর্ষে তোমায় প্রণমি ॥

⚜ চিহ্নিত গানগুলি বিভিন্ন জলসা, হোলী, সভা সমীতি, মিটিং মিছিলের জন্য লিখা এবং গীত ।

★ চিহ্নিত গানগুলি আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের জন্য লিখা এবং শ্রীমতী পথিকা দেববর্মার কণ্ঠে গীত ।

সংশোধনী পত্র

পৃষ্ঠা	স্থলে	হইবে
১০	যায় পাখী যা	যা পাখী যা
৯ ও ১৫	শিক্ষক দিবসের গান	ভুলে দুইবার ছাপা হইয়াছে
১৬	উমা	ওমা

চৌঙলে ছেলেংমা জয়া,
চৌঙলে নায়ছনোমা ছিয়া,
চৌনি খালে খুম'নি হাদাই
রীচাব' মীছাঅ তিনি
উংগীই বাকছা ॥
সাক জুদা উংখাইব' চৌঙ,
জুদা জুদা তংখাইব' মুঙ,
চৌরাইন' চৌনি ছানৈমা ॥
তক [illegible]
লাগিনা হাই চৌঙ মীছাঅ,
চৌন বাথালে জাদু—
খুসিনি দংগর কায়সা ॥

সরস্বতী পূজোপলক্ষে গান

এলো মাঘ পঞ্চমী সুখদিন
লয়ে সিকি চাঁদের ভেলা।
পলাশ উদাল ফুলে সাজালো
বনানী তার মুকুল মেলা।
শুভ্রবরনী শ্বেত শতদল বাসীনি
মরালে বাহিনী এলো বীণাপাণী
লয়ে এর জ্ঞানের ডালা।
প্রণমি তোমারে মাগো বিদ্যাদায়িনী
লহ মাগো মোদের সঙ্গীতাঞ্জলী
দেহ মাতঃ মোদেরে চারু শিল্পকলা।

উমাকান্ত একাডেমীর গান

ওগো উমাকান্ত একাডেমি
রবীন্দ্র চরণ পরশ ধন্য তুমি।
শুধু নহ ইটের প্রসাদ সৌধ
অশিক্ষারি অন্ধকারে
আলোক স্তম্ভ তুমি।
অজ্ঞান ঘন তমসা বিনাশী
[illegible] গিয়েছো গো বাশি
শিক্ষার আলোয় ভেবেছো ত্রিপুর ভূমি।
তব কৃতি সন্তানেবাঁ[illegible]আজ
গড়িছে ত্রিপুরার নয়া সমাজ
প্রাক্তণ ছাত্র সমাজ মোরা
প্রাক শতবর্ষে তোমায় প্রণমি॥

✤ চিহ্নিত গানগুলি বিভিন্ন জলসা, হোলী, সভা সমীতি, মিটিং মিছিলের জন্য লিখা এবং গীত।

★ চিহ্নিত গানগুলি আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের জন্য লিখা এবং শ্রীমতী পথিকা দেববর্মার কণ্ঠে গীত।

সংশোধনী পত্র

পৃষ্ঠা	স্থলে	হইবে
১০	যায় পাখী যা	যা পাখী যা
৯ ও ১৫	শিক্ষক দিবসের গান	ভুলে দুইবার ছাপা হইয়াছে
১৬	উমা	ওমা

১৯	চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ	চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
১৯	অথ	অথৈ
২০	।	। চিহ্ন থাকবে না
২১	থবাং	থরাং
২২	জুদা জুদা দরম ভংখাইব'	সঙ্গে জুদা জুদা কক উংখাইব' হবে
২২	হা রেদেক হা	হা বেদেক
২৩	মাধলতার	মাধবীলতার
২৭	স্বরসতী	সরস্বতী
৩০	গেলে	গেলা
৩০	হেমেন্তের	শরতের
৩১	নিতে	দিতে
৩২ (২ নং)	শান্তি রাখবি আয়	(নয়া) ত্রিপুরা গডবি আয়
৩২ (শেষ)	"	নয়া সমাজ গড়বি আয়
৩৩	আমাতে	আমারে
৩৩	পিখাইয়া	শিখাইয়া
৩৪	ছুটো	ছুটু
৩৬	খন	ঘণ
	পাঠাবনা	পাঠাইব না
	আল	আইল
	মায়া	মাইয়া
৩৬	লয়া	লইয়া
৩৬	জামা	জামাই
৩৭	থানবোনা	থামবোনা
৪১	নিয়েছি	নিয়েছে
৪২	গড়তে	রাখতে